গ-াডিওলাসের উৎপাদন প্রযুক্তি

টিপস্ ও ফ্যাক্ট সীট

গ-াডিওলাসের জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, নার্সারি ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে জার্মপ-াজম সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৩ সালে বারি গ-াডিওলাস-১ ও বারি গ-াডিওলাস-২ এবং ২০০৯ সালে বারি গ-াডিওলাস-৩ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতগুলো দেশের সর্বত্র চাষাবাদ উপযোগী।

গ-াডিওলাসের মূল জমি

বারি গ-াডিওলাস-১: বারি গ-াডিওলাস-১ জাতটি বাংলাদেশের জলবায়ুতে চাষের জন্য ২০০৩ সালে অনুমোদন করা হয়। জাতটি বর্ষজীবী এবং গাছের উচ্চতা মাঝারী (৫০ সেমি) ও বেশ শক্ত। ফুলের বোঁটা লম্বা ও অধিক ফ্লোরেট সমৃদ্ধ। লাল রঙের দুটি পাঁপড়িতে হলুদ ছোপ থাকে। সাধারণত পানিতে ফুলের স্থায়িত্বকাল ৮-৯ দিন। ফ্লোরেটের সংখ্যা ১১-১২টি। ফুলের আকার দৈর্ঘ্য ১০ সেমি এবং প্রস্থ ৮ সেমি। করমের সংখ্যা ২-৩টি এবং করমেলের সংখ্যা ২৫-৩০টি।

বারি গ-াডিওলাস-২: আমাদের দেশের জলবায়ুতে সহজে আবাদযোগ্য বারি গ-াডিওলাস-২ জাতটি ২০০৩ সালে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। এ জাতের গাছ বর্ষজীবী, উচ্চতা মাঝারী ও গাছ বেশ শক্ত। লম্বা বোঁটাসম্পন্ন ফুলে গাঢ় মেজেন্টা রঙের অনেকগুলি ফ্লোরেট থাকে। প্রতি ফ্লোরেটের দুটি পাঁপড়িতে ক্রিম রঙের ছোপ দেখা যায় এবং অন্যান্য পাঁপড়িতে সাদা স্ট্রাইপ থাকে। প্রতিটি ফুলের ব্যাস ৯.০-১০.০ সেমি হয়ে থাকে। সাধারণত পানিতে ৯ থেকে ১০ দিন তাজা থাকে।

বারি গ-াডিওলাস-১

বারি গ-াডিওলাস-২

বারি গ-াডিওলাস-৩

বারি গ-াডিওলাস-৩: এটি একটি কন্দ জাতীয় ফুল। সারা বছর এর চাষাবাদ করা যায়, বাজারে চাহিদা আছে এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ জাতের কাটফ্লাওয়ারের তুলনা নেই। এ গাছের পাতা তরবারীরমত। করম রোপণের উপযুক্ত সময় থেকে মধ্য সাদা এ স বিশিষ্ট। স্পাইকপ্রতি ফ্লোরেটের সংখ্যা ১৩-১৪টি। সাধারণত স্পাইকের নিচের দিক থেকে ১-২টি ফ্লোরেট উন্মুক্ত হওয়া শুর হলে স্পাইক কাটার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। হেক্টরপ্রতি ১.৭৫-২.০০ লক্ষ ফুলের স্টিক পাওয়া যায়। ফুলের সজীবতা ৮-৯ দিন থাকে।

মাটি

ঠান্ডা আবহাওয়ায় এ ফুল ভাল জন্মে। সাধারণত ১৫-২৫ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রা এর অঙ্গজ বৃদ্ধি ও ফুল উৎপাদনের জন্য উপযোগী। গ-াডিওলাস দৈনিক ৮-১০ ঘন্টা আলো পছন্দ করে। তাই রৌদ্রজ্জ্বল জায়গা ও সাথে ঝড়ো বাতাস প্রতিহত করার ব্যবস্থা আছে এমন স্থান এই ফুল চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত। সুনিষ্কাশিত দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটি গ-াডিওলাস চাষের জন্য উত্তম। মাটির পিএইচ মান ৬-৭ এর মধ্যে থাকা উচিত।

বংশ বিস্ড়ার

বীজ, করম এবং করমেলের মাধ্যমে গ-াডিওলাসের বংশ বিস্ড়ার করা যায়। সাধারণভাবে চাষের জন্য ‘করম’ রোপণ করা হয়। ৪-৫ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট ‘করম’ ব্যবহার করা উত্তম।

গ-াডিওলাসের করম ও করমেল

Prepared by Md. Nurul Alam Siddique, Email: mnas1976@gmail.com; October 2013
Last Updated: July, 2014.
Source: BARI Handbook, 2011, http://agritech.tnau.ac.in/ ,http://agropedia.iitk.ac.in/

গ-াডিওলাসের উৎপাদন প্রযুক্তি

টিপস্ ও ফ্যাক্ট সীট

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ভালভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হয়। শেষ চাষ দেবার সময় প্রতি বর্গমিটারে ৫-৬ কেজি গোবর সার, ৩০ গ্রাম টিএসপি এবং ৩০ গ্রাম এমওপি সার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দেয়া উচিত। গ-াডিওলাসে বেশি নাইট্রোজেন সার দেয়া অনুচিত। কারণ এতে পুষ্পদন্ড বেশি লম্বা ও দুর্বল হয়ে যায়। প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম ইউরিয়া এর অর্ধেক রোপণের ২০-২৫ দিন পর এবং বাকি অর্ধেক পুষ্পদন্ড বের হওয়ার সময় উপরি প্রয়োগ করা উচিত।

করম রোপণ

অক্টোবর মাসে জমি তৈরির পর ৪.৫-৫.০ সেমি ব্যাসের রোগমুক্ত করম মাটির ৬-৭ সেমি গভীরতায় রোপণ করতে হবে।

গ-াডিওলাসের **করম রোপণ**

রোপণ দূরত্ব

সারি থেকে সারি ২৫ সেমি এবং গাছ থেকে গাছ ১৫ সেমি দূরত্ব রেখে রোপণ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

গ-াডিওলাসের ক্ষেত আগাছামুক্ত রাখতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনমত সেচ দেয়া উচিত। প্রতি সেচের পর জমিতে 'জো' আসলে নিড়ানি দিয়ে জমি আলগা করে দিতে হয়। প্রথমবার ইউরিয়া সার প্রয়োগ করার পর সেচ দিতে হয় এবং পরে মাটিতে 'জো' আসলে মাটি ঝুরঝুরে করে দুই সারির মাঝখানের মাটি গোছের গোড়ায় তুলে দিতে হয়। এতে করে গাছগুলো সোজ থাকে। রোগ-পোকার আক্রমণ দেখা দিলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে।

রোগবালাই দমন

রোগ/পোকামাকড়ের নাম ও লক্ষণ/ক্ষতির ধরন	প্রতিকার
রোগের নাম- ফিউজারিয়াল উইল্ট ও করম পচাঁ রোগ **লক্ষণ- পুরাতন পাতা হলুদ হয়ে যায়, ফুলের আকার আকৃতি ও রং অস্বাভাবিক হয়ে যায়। পুষ্পদন্ড বেঁকে S- আকৃতির হয়ে যায় ও ফুল বিকশিত হতে পারে না। করমের মাঝখানে পঁচে যায় ও গোলাকার দাগ পড়ে।** 	আক্রান্ড় করম রোপন করা যাবে না। মাটির চঐ ৬.৬-৭.০ এর মধ্যে রাখতে হবে এবং নাইট্রোজেনের উৎস হিসাবে নাইট্রেট ব্যবহার করতে হবে। প্রতি ১৫ দিন অন্ড়র ০.২% হারে ব্যভিষ্টিন দিয়ে মাটি ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
রোগের নাম- ব-াইট **লক্ষণ-** পাতার বাদামী দাগসমূহ ক্রমশ লম্বা হয়ে, আগার দিক থেকে পাতা ঝলসে যাওয়ার মতো দেখায়। 	আক্রান্ড় করম রোপন না করা। গরম পানি ও ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করা করম রোপন করা। রোগের লক্ষণ দেখা মাত্র মেনকোজেব @ ০.২% হারে পাতায় স্প্রে করা।
রোগের নাম- পাতার দাগ রোগ **লক্ষণ-** পাতার ছোট ছোট গোলাকার হলদে দাগ পড়ে যার মাঝখানটা ধুসর বর্ণের হয়। বয়স্ক পাতায় বেশী দাগ দেখা যায়। 	কারবেনডাজিম @ ০.১% অথবা মেনকোজেব @ ০.২% হারে স্প্রে করতে হবে।

Prepared by Md. Nurul Alam Siddique, Email: mnas1976@gmail.com; October 2013
Last Updated: July, 2014.
Source: BARI Handbook, 2011, http://agritech.tnau.ac.in/ ,http://agropedia.iitk.ac.in/

গ-াডিওলাসের উৎপাদন প্রযুক্তি

টিপস্ ও ফ্যাক্ট সীট

রোগ/পোকামাকড়ের নাম ও লক্ষণ/ক্ষতির ধরন	প্রতিকার
রোগের নাম-ষ্টোরেজ রট **লক্ষণ-** এটাকে গ্রীন মোল্ড রোগও বলা হয়। করম সমূহ গুদামজাত করা অবস্থায় এই রোগ দেখা দেয়। করমে ধুসর বাদমী দাগ পড়ে ও ছত্রাকসমূহের নীলাভ সবুজ স্পোর দেখা যায়। গরম ও আর্দ্র অবস্থা এ রোগের জন্য অনুকুল।	গুদামে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা এবং আক্রান্ড় করম সরিয়ে ফেলা উচিত। সুস্থ সবল করম সংরক্ষণ করতে হবে। ডাইথেন এম-৪৫ পাউডার দিয়ে ডাষ্টিং করে অথবা বেনোমিল ০.২% হারে স্প্রে করে করম সংরক্ষণ করতে হবে ।
রোগের নাম-স্ক্যাব **লক্ষণ-** করমে বাদামী, গোলাকার সানকিন দাগ পড়ে, দাগের কিনারা কিছুটা উঁচু হয় ও গাছের গোড়া পচে যায়।	আক্রান্ড় করম লাগানো যাবে না। কাটিং ছুরি জীবানুমুক্ত করে নিতে। জমি পোকামাকড় মুক্ত রাখতে হবে। গাছ ভিজা অবস্থায় কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
রোগের নাম- ভাইরাস **লক্ষণ-** ফুল গুলো ছোট, ফ্যাকাশে সাদা-মিশ্র রংয়ের হয়। পাতায় সাদা দাগ লম্বা দাগ পরে।	পোকামাকড় ভালোভাবে নিয়ন্ত্রন করতে হবে। তাছাড়া জমি নেমাটোড ও আগাছামুক্ত ও রাখতে হবে। লক্ষন দেখা মাত্র আক্রান্ড় গাছ ধ্বংস করতে হবে।
পোকার নাম- থ্রিপস ক্ষতির ধরন- ফুল ও পাতা খেয়ে ফেলে, ফুল ও পাতায় রূপালী বা সাদাটে দাগ পড়ে।	জমিতে ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি ০.২% হারে স্প্রে করতে হবে।
পোকার নাম- কাটওয়ার্ম ক্ষতির ধরন- রাতে গাছের গোড়া কেটে দেয় দিনে গাছের আশেপাশে মাটির নীচে লুকিয়ে থাকে।	প্রতি ১৫ দিন অন্ড্র ০.২% হারে মিথাইল প্যারাথিয়ন স্প্রে করে মাটি ভালো ভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
পোকার নাম- ইঁদুর ক্ষতির ধরন- মাঠে ও গুদামে করম খেয়ে ফেলে।	৫% সাইথিয়ন দিয়ে ডাষ্টিং করে করম সংরক্ষন করতে হবে। তাছাড়া বিষটোপ দিয়ে ইঁদুর দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(উৎস:**http://agritech.tnau.ac.in/ ,http://agropedia.iitk.ac.in/**)

ফুল সংগ্রহ

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে সবচেয়ে বেশী ফুল পাওয়া যায়। সাধারণত স্পাইকের নিচের দিক থেকে ১-২টি ফ্লোরেট উন্মুক্ত হওয়া শুরু হলে স্পাইক কাটার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। ফুল সংগ্রহের পরপরই বালতি ভর্তি পানিতে সোজা করে ডুবিয়ে রেখে পরে নিম্ন তাপমাত্রায় (৬-৭ ডিগ্রী সে.) সংরক্ষণ করা উত্তম। ফুলের স্পাইক কাটার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ায় ৪-৫টি পাতা থাকে। এছাড়া করম পুষ্ট হবে না।

গ-াডিওলাসের উৎপাদন প্রযুক্তি

টিপস্ ও ফ্যাক্ট সীট

ফলন:

হেক্টরপ্রতি ১.৭৫-২.০০ লক্ষ ফুলের স্টিক পাওয়া যায়।

করম তোলা ও সংরক্ষণ

ফুল ফোঁটা শেষ হলে পাতা হলুদ হয় এবং গাছ মারা যায়। এ সময় গাছের গোড়া খুঁড়ে সাবধানে করমগুলি সংগ্রহ করা দরকার। খেয়াল রাখতে হবে যেন করম কেটে অথবা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। বড় ও ছোট করমগুলোকে বাছাই করে আলাদা করার পর ছায়ায় শুকানো উচিত। সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাসে করম তোলা হয়। সংরক্ষণকালে পচন এড়ানোর জন্য করমগুলোকে ০.১% বেনলেট বা ০.২% ক্যাপটান দ্রবণে ৩০ মিনিট শোধন করে শুকিয়ে নেয়া উচিত। এরপর শুকানো করমগুলি ছিদ্রযুক্ত পলিথিনব্যাগে ভরে ঘরের শুকনো ও ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত। সবচেয়ে ভাল হয় যদি এগুলোকে ঠান্ডা গুদামে সংরক্ষণ করা যায়। পরবর্তী সময়ে এই করম বংশ বিস্ত্মারের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আরো বিস্ত্মারিত জানতে কল করুন ০১৭৪৬৭৭৪২৮১ নম্বরে
ভিজিট করুন www.ekrishok.com ওয়েবসাইটে

এস এম এস এর মাধ্যমে কৃষি সমস্যার সমাধান পেতে SUB
লিখে পাঠিয়ে দিন ১৬২৫০ নম্বরে
ভিজিট করুন www.ekrishok.com ওয়েবসাইটে